রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ই ফাল্গুন, ১৩৯৫/১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৫০-আইন/৮৯/অম/আসবি-৩/এস-৯/৮৬—Public Debt Act, 1944 (XVIII of 1944) এর Section 28 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, এতদসংক্রান্ত পূর্বের সকল আদেশ বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।—এই বিধিমালা অস্পষ্ট ও খণ্ডিত প্রাইজবণ্ডের মূল্য পরিশোধ বিধিমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অস্পষ্ট বণ্ড" বলিতে এইরূপ বণ্ডকে বুঝাইবে যাহার সিরিজ ও নম্বর, তারিখ ইস্যুকারী অফিসের নাম, দস্তখত বা মূল্যমান নির্দেশক অংশ দুষ্পাঠ্য বা বিকৃত হইয়া গিয়াছে;

(খ) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারী ঋণ দপ্তরের এমন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে যিনি, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত হইয়াছেন;



মূল্য : ৩০ পয়সা

(গ) "খণ্ডিত বণ্ড" বলিতে এইরূপ বণ্ডকে বুঝাইবে যাহা ছিড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহার কোন অংশ হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ মূল বণ্ডের অর্ধেক অপেক্ষা বেশী;

(ঘ) "বণ্ড" বলিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮শে মে, ১৯৭৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এম, এফডি-২/১ এন-৭/৭২/১৮২(৪৫) ও ৭ই অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এম, এফ/আইআরডি-৩/এন-৬/৮৫/৫০০(৫০) অনুসারে প্রবর্তিত বাংলাদেশ প্রাইজ বণ্ডকে বুঝাইবে।

৩। অস্পষ্ট বা খণ্ডিত বণ্ডের মূল্য পরিশোধ।—এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অস্পষ্ট বা খণ্ডিত বণ্ডের মূল্য উহার বাহককে পরিশোধ করা যাইবে।

৪। বণ্ডের মূল্য পরিশোধের দরখাস্ত।—(১) অস্পষ্ট বা খণ্ডিত বণ্ডের বাহক উক্ত বণ্ডের মূল্য পরিশোধের জন্য উপ-বিধি (২) অনুসারে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বণ্ড দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) বণ্ডের মূল্য, সিরিজ ও নম্বর, তারিখ ও ইস্যুকারী অফিসের নাম;

(খ) যে আকারে বণ্ডটি বিকৃত, ছিন্ন বা নষ্ট হইয়াছে;

(গ) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা; এবং

(ঘ) পূর্বে সংশ্লিষ্ট বণ্ড পুরস্কারপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণ।

(৩) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পেশকৃত দরখাস্ত ও সংশ্লিষ্ট বণ্ডটি বিবেচনাক্রমে দরখাস্তটি অনুমোদন বা, বিধি-৬ এর বিধান অনুসারে, উহা বাতিল করিতে পারেন, এবং উক্ত দরখাস্তের উপর তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫। বণ্ডের মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি।—কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি-৪ এর অধীনে পেশকৃত কোন দরখাস্ত অনুমোদন করিলে, তিনি—

(ক) অস্পষ্ট বা খণ্ডিত বণ্ডের বাহককে উহার মূল্য নগদ টাকায় পরিশোধ করিবেন;

(খ) উক্ত বণ্ডে উহার মূল্য পরিশোধিত হওয়া নির্দেশক একটি সীল মোহর ও দস্তখত যুক্ত করিবেন;

(গ) উক্ত বণ্ড ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(ঘ) উক্ত বণ্ড পোড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিবেন।

৬। দাবী প্রত্যাখ্যান।—উপস্থাপিত কোন অস্পষ্ট বা খণ্ডিত বণ্ডের মূল্য পরিশোধের দাবী প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে, যদি—

(ক) উক্ত বণ্ড মূল বণ্ডের অর্ধেক হয় বা অর্ধেক অপেক্ষা কম হয়;

(খ) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইরূপ বিশ্বাস করেন বা তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,—

(অ) উক্ত বণ্ডকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট বা খণ্ডিত করা হইয়াছে এবং এইরূপ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট বা খণ্ডিত না করা হইলে এই বিধিমালার অধীনে উহার মূল্য পরিশোধের প্রয়োজন হইতনা; অথবা

(আ) উক্ত বণ্ড প্রকৃত বণ্ড বা প্রকৃত বণ্ডের অংশ নহে; অথবা

(ই) উক্ত বণ্ডের কোন অংশ এবং উহার অবশিষ্ট অংশ একই বণ্ডের অংশ নহে।

৭। প্রত্যাখ্যাত দণ্ড।—(১) বিধি-৬ এর অধীনে কোন দণ্ড প্রত্যাখ্যাত হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দণ্ডটিতে তাহার সিদ্ধান্ত নির্দেশক সীলমোহর ও দস্তখত যুক্ত করিবেন এবং একটি রেজিষ্টারে এতদসংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দস্তখতযুক্ত দণ্ড, অনুরূপ দস্তখতকৃত হওয়ার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারী ফেরত লইতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে দণ্ডটি ফেরত না লইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা পোড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ নুরুল ইসলাম

উপ-সচিব।

[মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত]
[illegible], ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত]